Sanatan Dharma

সমাধান

কোন ব্যক্তির মাতা পিতা মারা গেলে অশৌচ এবং কালঅশৌচ হয়। কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। সে গুলো হলোঃ

১) অশৌচ বাড়িতে এক বছর কোন পুজা (লক্ষ্মী, নারায়াণ, কালী ইত্যাদি) করা যায় কিনা বা করতে পারে কিনা?

উত্তরঃ না।

২) অশৌচ এর পর শ্রাদ্ধ শান্তি শেষে করে নিত্য পুজো (জপ, আহ্নিক) চলবে কিনা?

উত্তরঃ চলবে।

৩) অশৌচ বাড়িতে যদি কোন মন্দির থাকে তাহলে সেখানে কে পুজো করবে? (সেবায়েত বা পুরোহিত নিয়োগ থাকলে ভিন্ন কথা) কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে কি অশৌচী ব্যক্তির স্ত্রী বা পুত্ররো পুজা করতে পারবে?
উত্তরঃ স্ত্রী পারবে না কিন্তু পুত্ররো পারবে। (আমার জ্ঞান তাই বলে)

কিন্তু আমার এক প্রিয় পাত্র বাবু সুকান্ত চক্রবর্তী নিচের এই উত্তর দিয়েছেন। আমি জানি আপনারা অনেকে বিজ্ঞ, অনেকে কিছুই আপনারা জানেন। তাই আমি একটা সমাধান চাই। তর্ক করুন কিন্তু ঝগড়া করবেন না।

বাবু সুকান্ত চক্রবর্তী বলছেন,
আপনাদের জন্য সংক্ষেপে বললাম কেন স্ত্রীর জন্য তাঁর শ্বশুর-শ্বাশুড়ি মরলে কাল অশৌচ প্রযোজ্য হয় না।

বৃহদারন্যক উপনিষদ এবং গৌতম এর ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর জন্য ৪ জন গুরু থাকে।তাঁরা হলেন পিতা,মাতা,স্বামী এবং দীক্ষাগুরু।এই ৪ জনের যে কারো মৃত্যুতে পুর্নাশৌচ পালন করতে হয়।রক্ত সম্পর্কিত পিতা-মাতার ক্ষেত্রে তা ১ বছর অর্থাৎ সাংবাৎসরিক কাল পর্যন্ত,বিবাহের পর স্বামীর গোত্রে আসা নারীর জন্য তার স্বামী মারা গেলে ও ১ বছর,এবং দীক্ষা গুরু মারা গেলে ১০ দিন বা নুন্যতম ৩ দিন।গোত্রান্তর হলে ও স্ত্রীরা তাঁদের শ্বশুড়-শাশুড়ীর পিন্ডের অধিকারী নয়---কারন তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীরাই পরম গুরু,শ্বশুর-শাশুড়ি নয়।তাই নিজের স্বামী মারা গেলেই কেবল তাঁরা ১ বছর কাল অশৌচ পালন করবেন।অপর দিকে বিবাহের পর গোত্রান্তর হওয়ার জন্য মেয়ে বা স্ত্রীরা নিজের বাবা মায়ের ক্ষেত্রে ১০ দিন অশৌচ পালন করবেন।একই নিয়ম স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দীক্ষা গুরুর জন্য ও।

তাই স্ত্রীদের শশুড় শাশুরী মারা গেলে কাল অশৌচ নয় বরং ১০ দিন পুর্নাশৌচ থাকবে।

Published on: Jan, 14 2023 12:25